যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৩৫ × বুধবার, ১৩ মার্চ ২০১৯

কোভিড-১৯: ক্যাম্পে ছড়ানো গুজব

যা জানা জরুরি-র এই সংস্করণে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে কোভিড-১৯ নিয়ে যে গুজবগুলো ছড়াচ্ছে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এই সংখ্যায় বহুল প্রচারিত কিছু গুজব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, গুজবের উৎস এবং ফরম্যাট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, গুজব ও যোগাযোগের ব্যাপারে সম্প্রদায়ের ধারণা তুলে ধরা হয়েছে এবং কিভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ বিষয়ে জানানো যেতে যেতে পারে সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার সাথে সাথে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এই সাড়াদান কার্যক্রমে কর্মরত সংস্থাগুলোকে ক্যাম্পে কর্মরত তাদের কর্মী ও সেবা সরবরাহকারীরা যে গুজবগুলো শুনতে পাচ্ছেন, সেগুলো শেয়ার করতে অনুরোধ জানায়। গুজব কীভাবে এবং কেন ছড়াচ্ছে তা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টি.ডব্লিউ.বি) রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষ এবং ক্যাম্পে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে কথা বলে।

এ উদ্দেশ্যে আমরা আটটি সাক্ষাৎকার নিয়েছি; এগুলোর চারটি ক্যাম্পের বাসিন্দাদের এবং চারটি বিভিন্ন এনজিও-র হয়ে ক্যাম্পে কাজ করছেন এরকম কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবীদের।

গুজব মানুষের আচরণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে

কোভিড-১৯ থেকে নিজেকে ও পরিবারকে কীভাবে রক্ষা করবেন তা নিয়ে ক্যাম্পের বহু বাসিন্দাই আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। তারা বুঝতে পারছেন না যে কোন তথ্যে বিশ্বাস করবেন আর কোনটায় করবেন না। যার ফলে, অনেকেই এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ, কীভাবে রোগ প্রতিরোধ করা যায় এবং এই রোগের চিকিৎসা কী সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন।

এরকম একটি উদ্বেগজনক ও ভিত্তিহীন গুজব হল যে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মৃত্যু অনিবার্য। এই ধরণের গুজবের কারণে ক্যাম্পের বহু বাসিন্দা চিকিৎসা করাতে চান না।

খুব বেশি শোনা যায় এরকম কিছু গুজব হলো:

- ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি বেড়ে গেলে যাদের চিকিৎসার জন্য ক্যাম্পের বাইরে পাঠানো হচ্ছে তাদের সরকার গুলি করে বা অন্য কোনও ভাবে মেরে ফেলবে। এরকম গুজবও শোনা যাচ্ছে যে এইভাবে দুইজন রোহিঙ্গাকে মেরে ফেলা হয়েছে।
- এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ হলো সংক্রমিত ব্যক্তিদের মেরে ফেলা।
- কোভিড-১৯ এর কোন ওষুধ নেই, তাই চিকিৎসা নিয়ে কোনো ফল হবে না।
- ক্যাম্পের কেউ যদি এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে তাকে নিরাপত্তা বাহিনী বন্দী করে রাখবে এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে এমনকি মেরেও ফেলা হতে পারে। সেই সাথে তাদের বাড়ি এবং ব্লকটি অবরুদ্ধ (শাট ডাউন) করা হবে।

এই ধরনের গুজবের কারণে কমিউনিটির মানুষ ভীত হয়ে পড়েছেন এবং আতঙ্ক ও উত্তেজনার ঝুঁকি বেড়ে গেছে। আমরা যেসব স্বেচ্ছাসেবীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের প্রায় সবাই বলেছেন যে, এমন অনেক রোহিঙ্গা রয়েছেন যারা যদি সত্যিই তারা এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন সেই ভয়ে করোনাভাইরাসের কারণে যে উপসর্গগুলো দেখা দেয় সেই সব উপসর্গ দেখা দেওয়ার পরেও কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায় নি। স্বেচ্ছাসেবীদের কাছ থেকে জানা যায় যে প্রতিটি অনিবন্ধিত ক্যাম্পেই হু হু করে গুজব ছড়াচ্ছে।

ক্যাম্পে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই গুজব ছড়াচ্ছে। সাধারণত, চায়ের দোকানে পুরুষেরা এই বৈশ্বিক মহামারী সম্পর্কে যে যা শুনেছেন তা নিয়ে একে অন্যের সাথে আলোচনা করেন।

> “গত সপ্তাহে আমি শুনি যে কক্সবাজারে রাতের বেলা এক অদ্ভুত শিশু জন্ম নিয়েছে এবং জন্মের পরপরই মারা গিয়েছে। শিশুটি মারা যাওয়ার আগে বলে যে যদি করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে চাও তাহলে লাল চা খেতে হবে এবং নিজ নিজ বাড়ির উঠানে মাটি খুঁড়তে হবে। মাটি খুঁড়লে কয়লা পাওয়া যাবে; এই কয়লা পানিতে ভিজিয়ে রেখে কিছু সময় পর সেই পানি পান করতে হবে। তাহলে আপনি করোনাভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।”
>
> – ২৪-২৬ বছর বয়সী রোহিঙ্গা নারী

বিশ্বাসযোগ্য এবং অবিশ্বাসযোগ্য তথ্যসূত্র

বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পগুলো সে তথ্যগুলো মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছে তার বেশিরভাগই সত্য নয়। রোহিঙ্গারা বিভিন্ন সূত্র থেকে করোনাভাইরাস সম্পর্কে তথ্য পাচ্ছেন, যেমন – বন্ধুবান্ধব, পরিবার ও প্রতিবেশী, সেনাবাহিনী ও পুলিশ, কমিউনিটির ব্লক মিটিংগুলো, খবরের কাগজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, জনস্বার্থে টেলিফোন কোম্পানিগুলোর পাঠানো স্বয়ংক্রিয় ঘোষণা, এনজিওগুলোর পরিচালিত প্রশিক্ষণ সেশন এবং সিএনজি এবং টমটম থেকে প্রচারিত মাইকের ঘোষণা। বিশ্বাসযোগ্য তথ্য এবং অবিশ্বাসযোগ্য ভুল তথ্য এ দুই ধরনের তথ্যই নানা উৎস থেকে পাওয়া যাচ্ছে, যার ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। অসংখ্য গুজবের ভিড়ে প্রকৃত এবং দরকারি তথ্যগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে।

সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু উৎস থেকে পাওয়া তথ্যই বিশ্বাস করেন। এই ভাইরাসকে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে সে ব্যাপারে তারা সাধারণত পেশাদার স্বাস্থ্য কর্মী, এনজিও এবং কর্তৃপক্ষকেই তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে সিআইসি যে তথ্যগুলো অনুমোদন করেন বা প্রচার করেন সেগুলোকে বিশেষভাবে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ মূলধারার খবরের চ্যানেল (রোহিঙ্গা চ্যানেলগুলো সহ) এবং স্থানীয় খবরের কাগজগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন। অনেকেই তথ্য পাওয়ার জন্য এবং কোনো তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত জন্য সম্মানিত ইমাম ও কমিউনিটির নেতাদের (মাঝি) সাথে আলোচনা করেন।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায় যে সূত্রগুলোকে সরকারি উৎস বলে জানে সেগুলোই সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য

> “আমি স্বাস্থ্যকর্মীরা যে তথ্য দেন তা ছাড়া অন্য কারও দেয়া তথ্যে বিশ্বাস করি না।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৪-২৬ বছর

ক্যাম্পে ছড়ানো গুজব সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অবগত এবং তারা মানুষের কাছে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। যেমন – বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের সাথে একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে অতিরিক্ত আরআরআরসি কাজী মোজাম্মেল বলেন যে, ক্যাম্পে যাদের কোভিড-১৯ এর লক্ষণ রয়েছে তারা সম্প্রদায়ের নেতা (মাঝি) অথবা কোনো স্বাস্থ্য কর্মীর কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন। এছাড়াও তিনি বলেন যে, সন্দেহভাজন করোনা রোগীরা নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে পারেন, সিআইসি-র সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা সেবা প্রদানকারীদের সাহায্য নিয়ে হটলাইন নম্বরে (+৮৮০১৭০১২০২৫৯৭) ফোন করতে পারেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ক্যাম্পের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি খোলা রয়েছে এছাড়াও ডাক্তাররা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করবেন না এ ধরনের ধারনাকে তিনি অসত্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি মানুষকে কোনো তথ্য গোপন না করার জন্য অনুরোধ করেন। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এই সাক্ষাৎকারের অডিও ফাইলটি সহযোগীদের সাথে শেয়ার করেছে যাতে সহযোগীরা, মানুষ বিশ্বাস করে এরকম একটি উৎস থেকে পাওয়া এ তথ্যটি ক্যাম্পে প্রচার করতে পারে। এই অডিও বার্তাটি এবং কোভিড-১৯ বিষয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তথ্য প্রচার করতে মানবিক সংস্থাগুলোকে সাহায্য করার জন্য বেশ কিছু প্রচারণা টুলস সংযোগ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

গুজব মোকাবিলা: আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন এবং শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য অসুস্থতার চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ

আইসোলেশন

এটি অসুস্থ মানুষদের জন্য এর উদ্দেশ্য হল লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করা (যেমন প্যারাসিটামল, প্রয়োজনে আইভি ফ্লুয়িড, অক্সিজেন ও পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ দেখা দিলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া) এবং রোগীর কষ্ট উপশম করা। সেই সাথে তারা যাতে পরিবার ও সমাজের অন্যান্যদের সংক্রমিত করতে না পারেন এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা যাতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করে তাদের দেখাশোনা করতে পারেন তা নিশ্চিত করা জরুরি। কেউ যদি শ্বাসতন্ত্রের কোনো অসুস্থতার লক্ষণ নিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায়, তবে তাকে পরীক্ষা করে দেখা হবে যে তাকে আইসোলেশনে রাখার প্রয়োজন আছে কি না। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে আইসোলেশন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। স্বাস্থ্য কর্মীরা তার সেবাযত্নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। মানুষ যাতে যথাসম্ভব ভালো সেবা-যত্ন লাভ করে তা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি কোন ব্যক্তির নিজ ক্যাম্পের বাইরে হতে পারে, তবে কাউকে ক্যাম্প থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে না।

কোয়ারেন্টাইন

কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন বা আক্রান্ত বলে সন্দেহ রয়েছে এমন কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য কোয়ারেন্টাইন প্রযোজ্য; যেমন – একই স্থানে বাসকারী পরিবারের সদস্যরা। তাদের বিশেষভাবে তাদের বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় যাতে শ্বাসতন্ত্রের কোনও লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। এই কৌশলের মাধ্যমে নতুন করে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে অন্যদের সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকিও কমানো যায়। ক্যাম্পের মধ্যেই কোন একটি কেন্দ্রে কোয়ারেন্টাইন করার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি। সেখা সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা যেমন – খাবার, পানি, পায়খানা এবং গোসলখানার ব্যবস্থা থাকবে।

শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য অসুস্থতা

কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে, বিশেষ করে যদি শ্বাসকষ্ট থাকে তাহলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা শ্বাসকষ্ট লাঘব করতে সাহায্য করতে পারেন। এছাড়াও রোগের দ্রুত বিস্তার রোধ করার জন্য শুরুতেই সংক্রমিত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এটা খুবই সম্ভব যে তাদের অসুস্থতার সাথে কোভিড-১৯ এর কোনো সম্পর্ক নেই, তারপরেও তাদের চিকিৎসা প্রয়োজন। তারপরেও যাদের কাশি, জ্বর বা গলা ব্যথা রয়েছে তারা অন্যদের থেকে অন্তত এক মিটার দূরে থাকবেন, মাস্ক পরবেন, নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলবেন, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলবেন, যেখানে সেখানে থুতু ফেলবেন না এবং ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলবেন।

তথ্যের অন্যান্য উৎস

সম্প্রদায়ের মানুষ যেখান থেকে পারছেন তথ্য জানার চেষ্টা করছেন। যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের সকলেই বলেছেন যে তাদের কাছে ভাইরাসের ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য নেই। তারা জানতে চান যে, ভাইরাস থেকে বাঁচতে হাত ধোয়া এবং মুখ ঢেকে রাখা ছাড়া তারা আর কী করতে পারেন। কিছু মানুষ মনে করেন যে, কোনো গুজব যত বেশি শোনা যায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা তত বেশি।

> “আমি এই তথ্য খানিকটা বিশ্বাস করি কারণ অনেকেই এ কথা বলছে, তবে আমি জানি যে অনেক গুজবও ছড়াচ্ছে।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ৩৪-৩৬ বছর

কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক প্রকৃতি এবং বিস্তারের ফলে শত শত ভাষায় অসংখ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট, ভিডিও, প্রকাশনা, প্রতিবেদন, নিবন্ধ, মিম এবং গল্প ছড়িয়ে রয়েছে। এর ভেতর থেকে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তা আলাদা করা কষ্টসাধ্য। ক্যাম্পে করোনাভাইরাস সম্পর্কিত তথ্যগুলো মূলত মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট থেকে এবং যে সব বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন বিদেশে রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলার মাধ্যমে মানুষ এই তথ্যগুলো জানতে পারেন। কোভিড-১৯ এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে ক্যাম্পে এনজিও কর্মীদের সীমিত সংখ্যক উপস্থিতির কারণে তথ্যের জন্য বিশেষ করে বেসরকারি এবং অবিশ্বাসযোগ্য উৎসের ওপর মানুষের নির্ভরতা বেড়ে গিয়েছে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বিশেষ চাহিদা রয়েছে

বিশেষ করে অসহায় জনসাধারণের জন্য সংকটজনক পরিস্থিতিতে কার্যকর যোগাযোগ অপরিহার্য। সঠিক ফরম্যাটে সঠিক তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা সম্ভব। কমিউনিটির ভাষা ও যোগাযোগের চাহিদা এবং তার পাশাপাশি তাদের পছন্দ-অপছন্দ বিবেচনা করে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা অত্যন্ত জরুরি।

> “লাউডস্পিকারে যে তথ্য প্রচার করা হয় আমি তা বিশ্বাস করি। যদি এটা ভুল হতো, তাহলে সরকারি কর্মকর্তারা এটা প্রচার করতে দিত না।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ২৪-২৬ বছর

রোহিঙ্গা প্রধানত একটি মৌখিক ভাষা। এ কারণে, ক্যাম্পে বাসকারী অধিকাংশ রোহিঙ্গা কেবলমাত্র মোখিক বা অডিও মাধ্যমে দেওয়া তথ্যই বুঝতে পারেন। সম্প্রদায়ের যে সদস্যদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই বলেছেন যে তারা কোভিড-১৯ বিষয়ক তথ্য অডিও ফরম্যাটে পেতে চান, বিশেষ করে লাউডস্পিকারে। কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবীরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সাক্ষাৎকারদাতারা মনে করেন যে, তথ্য প্রচারের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম হলো টম-টম এবং সিএনজিতে করে মাইক বা লাউডস্পিকারের মাধ্যমে তথ্য প্রচার।

ধর্মের সুরক্ষা এবং কোভিড-১৯ এর অন্যান্য চিকিৎসা

ক্যাম্পে কর্মরত মানবিক সংস্থাগুলো দেওয়া তথ্য অনুযায়ী যে সব গুজব ছড়াচ্ছে তার বেশ কিছু ধর্ম সংক্রান্ত। রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ মনে করেন যে তাদের ধর্মের কারণে তাদের ভাইরাস আক্রমণ করতে পারবে না, কারণ তারা নিয়মিত মসজিদে যান অথবা তারা নিয়মিত নামাজ পড়েন।

আরও জানা যায় যে, রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ মনে করেন যে ভাইরাসটি অমুসলিমদের জন্য আসা গজব বা শাস্তি এবং এ কারণে মুসলমানরা এ থেকে নিরাপদ থাকবেন।

> “অনেকেই মনে করেন যে, যেহেতু মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করছে না বা নামাজ পড়ছে না, তাই আল্লাহ তার রাগ প্রকাশ করছেন।”
>
> “লন্ডনে একটি ভয়াবহ ধুলিঝড়, ঝোড়ো হাওয়া ও তুষারপাত আঘাত হেনেছে। মনে হচ্ছে আমাদের পাপের শাস্তি দেওয়ার জন্য পৃথিবীর ধ্বংস হওয়ার দিকে যাচ্ছে।"

কিছু রোহিঙ্গা বিশ্বাস করেন যে, যেহেতু তারা নির্যাতিত গোষ্ঠী তাই আল্লাহ তাদের সাথে থাকবেন ও করোনাভাইরাস থেকে তাদের রক্ষা করবেন। যেহেতু তারা নিয়মিত নামাজ পড়েন এবং ওজু করেন, তাই তারা এ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হবেন না।

ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচরণ ছাড়াও কোভিড-১৯ এর চিকিৎসা নিয়ে নানা ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে থানকুনি পাতা (এক ধরনের ভেষজ) এবং মামিনা পাতা, গরম পানি (রসুন দিয়ে বা রসুন ছাড়া), কলা, হলুদ এবং তিতা শাকসবজি। কেউ কেউ মনে করছেন কাঠকয়লা - সম্ভবত পানিতে গুলিয়ে - খেলে এই রোগ হবে না।

রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ এও মনে করেন যে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কোভিড-১৯ খুব ভালোভাবে সারানো যায়। এটা সত্যি নয়। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরামর্শ দিয়েছে যে, যদি কোনো ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থাকে তাহলে ব্যাকটেরিয়া কাজে লাগতে পারে।

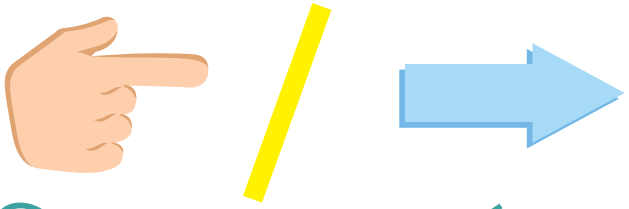

চিহ্নের কার্যকর ব্যবহার

২০১৭ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশে আসার পর থেকে, টি.ডব্লিউ.বি রোহিঙ্গা ভাষা এবং রোহিঙ্গাদের সাথে কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে যোগাযোগ করা যায় তা নিয়ে নিয়মিত গবেষণা করে আসছে। এ ধরনের গবেষণার একটি হলো - ক্যাম্পে জরুরি সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নির্দেশক সংকেত বা চিহ্ন উন্নয়নে সচিত্র যোগাযোগ নিয়ে টি.ডব্লিউ.বি-র বিস্তৃত গবেষণা। কোভিড-১৯ বিষয়ক বৈশ্বিক সাড়াদান কার্যক্রম আরও অনেক মাস ধরে চলবে বলে মনে হচ্ছে। যার ফলে, বিশেষ বিশেষ সেবার জন্য সংকেত বা চিহ্ন ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন ফরম্যাটে তথ্য প্রদান করার চাহিদা তৈরি হতে পারে। সচিত্র ফরম্যাট ব্যবহারের ফলে সম্প্রদায়ের যে সব সদস্য পড়তে বা লিখতে জানেন না তাদের সাথে যোগাযোগ আরও সহজ হবে।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ক্যাম্পে ব্যবহৃত চিহ্ন ও সংকেতগুলো কতটুকু বোধগম্য এবং তা কতটা কাজে লাগে তা যাচাই করার জন্য টি.ডব্লিউ.বি ৪০০ জনেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর মধ্যে একটি জরিপ চালায়। এই জরিপে অংশ নেয়া পয়ষট্টি শতাংশ মানুষ জানান যে, তারা ক্যাম্পে বিদ্যমান চিহ্ন ও সংকেতগুলো বুঝতে পারেন না, ৮৯% বলেছেন যে আরও ভালো চিহ্ন ও সংকেত ব্যবহার করলে ক্যাম্পে বিভিন্ন সেবা খুঁজে পাওয়া সহজ হবে এবং ৯১% বলেছেন যে সংকেত ও চিহ্নগুলো উন্নত করলে তাদের সেবা ব্যবহারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬১.৬% সবচেয়ে প্রচলিত তিনটি ভাষার (বর্মি, ইংরেজি, বাংলা) একটিও পড়তে পারেন না। সম্প্রদায়টির মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত লিখিত ভাষা হলো ইংরেজি। যদিও জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ৩১% ইংরেজি পড়তে পারেন, এবং এদের মধ্যে অর্ধেক কেবলমাত্র সংখ্যা পড়তে পারেন ও বর্ণ চেনেন।

ছবি তৈরির সময়, মনে রাখা দরকার যে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ এবং সংস্কৃতিতে একই জিনিসের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ২০১৯ সালে টি.ডব্লিউ.বি ১৮টি এফজিডি (FGD) বা দলগত আলোচনার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করে যে সম্প্রদায়ের সদস্যরা বিভিন্ন আকার, রঙ, লোগো এবং চিহ্ন কে কিভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং তা থেকে কি ধরনের অর্থ করে থাকেন। এই আলোচনা থেকে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের পছন্দ এবং ধারনাগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে যেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বেশ চমকপ্রদ। যেমন, এই আলোচনা থেকে জানা যায় যে রোহিঙ্গা সমাজে ইমোজির মতো ছবিগুলিকে সাধারণত ভূত বলে মনে করা হয়। এছাড়াও জানা যায় যে, দিক নির্দেশ করার জন্য তীরচিহ্নের চাইতে আঙুলের ছবি মানুষ বেশি পছন্দ করে। এই গবেষণায় আরও জানা যায় যে, রোহিঙ্গারা আইকন বা ফটোর চাইতে হাতে আঁকা ছবি বেশি পছন্দ করে। ২০১৯ সালের অক্টোবরে একটি সংকেত বা চিহ্নের নমুনা পরীক্ষায় জরিপকৃত ব্যক্তিদের ৮৩% মানুষ জানান যে, তাদের এমন চিহ্ন বা সংকেত পছন্দ যেখানে একই সাথে হাতে আঁকা চিত্র অথবা কার্টুন ও লেখা থাকে। মাত্র ৩% মানুষ কেবলমাত্র লেখা যুক্ত চিহ্ন বা সংকেত পছন্দ করেছেন।

এ কারণেই ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক বলেন যে, "আমরা শুধু একটি মহামারির মোকাবিলা করছি না; আমরা তথ্যের মহামারির (ইনফোডেমিক) মোকাবিলা করছি"। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব কমানোর জন্য বিশ্বাসযোগ্য তথ্যকে কার্যকরভাবে প্রচার করা অত্যন্ত জরুরি। ভাষা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ চাহিদা (ভিজ্যুয়াল, ভাষাগত অথবা লিখিত) এবং পছন্দসমূহ বোঝার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে যে তারা এই সঙ্কট মোকাবিলার জন্য সবচেয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত এবং মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমও তাদের সাহায্য করার জন্য সবচেয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।